ওয়ান্ডারল্যান্ড

গুলশানের ওয়ান্ডারল্যান্ড ঢাকার শিশুদের স্বপ্নরাজ্য। শহরের পার্কগুলো দখলে চলে যাওয়ায় শিশু পার্কগুলো হয়ে উঠেছে শিশুদের বিনোদনের কেন্দ্র। ওয়ান্ডারল্যান্ডের একদিনের কার্যক্রমের বিবরণ উঠে এসেছে এবারের ২৪ ঘন্টার প্রতিবেদনে। লেখা ও ছবি **আসাদুর রহমান** ও **মিজান হোসেন**

১০.০০ : ওয়ান্ডারল্যান্ডে ঢোকার পথে বড় একটি ব্যানার। আজ এখানে চলছে ব্রিটিশ-আমেরিকান টোবাকো কোম্পানির অনুষ্ঠান। জনসাধারণের প্রবেশ নিষিদ্ধ। টোবাকো কোম্পানির কর্মকর্তা কর্মচারী ও তাদের ছেলে-মেয়ে সারিবদ্ধভাবে পার্কে প্রবেশ করছে। গেটে দাঁড়িয়ে থাকা একজন তাদের হাতে দুপুরের খাবারের টোকেন দিচ্ছেন।

১০.৩০: আজকের অনুষ্ঠানের আয়োজকরা অবাঞ্ছিত লোক যেন পার্কে না ঢুকতে পারে সেদিকে বিশেষ নজর রাখছেন। নিজেদের পরিচয় দেয়ার পরও তারা আমাদের ওয়ান্ডারল্যান্ডে ঢুকতে দিতে রাজি হচ্ছেন না। সাংবাদিকদের অনুষ্ঠানে ঢুকতে দেয়া ঠিক হবে কিনা জানতে গেটের একজন ছুটে গেলেন অনুষ্ঠান কো-অর্ডিনেটরের কাছে।

১১.০০ : ছুটে এলেন কো-অর্ডিনেটর।

শিশুদের ট্রেন, যাত্রী বয়স্করা

হাওয়াই মিঠাই- সব বয়সেই প্রিয় খাবার

হাঁটা শেষ- এবার বাবার কাঁধে চড়ে

ছিপছিপে গড়নের এই লোকটির মধ্যে অযথাই ব্যস্ততা লক্ষ্য করা যাচ্ছে। আমাদের পরিচয় পেয়ে একের পর এক ফোন করা শুরু করেছেন। তবে শেষ পর্যন্ত তিনি আমাদের পার্কে ঢোকার অনুমতি দিলেন।

১১.৩০ : টোবাকো কোম্পানি আজ বেলা ২টা পর্যন্ত ওয়ান্ডারল্যান্ড ভাড়া নিয়েছে ২৫ হাজার টাকায়। অনুষ্ঠানটি কর্মকর্তা-কর্মচারী সবার জন্যে হলেও অনুষ্ঠানে মূলত কর্মচারীদের সমাগম বেশি। কর্তৃপক্ষ ৪টি খেলা ভাড়া নেয়ায় প্রতিটি খেলার সামনে পড়েছে শিশুদের বড় লাইন।

১২.০০ : মাকসুদ ব্রিটিশ আমেরিকা টোবাকো কোম্পানির মেশিন অপারেটর। কোম্পানির প্রশংসা করতে গিয়ে বললেন, তাদের কোম্পানি প্রতিবছর এ ধরনের ২-৩টি অনুষ্ঠানের আয়োজন করে।

১২.৩০ : মুখ বেজার করে বাবার পাশে দাঁড়িয়ে আছে ক্লাস ফাইভ পড়ুয়া ইমরান। জানালো, আজকে এখানে তার ঘুরতে আসার মূল কারণ হলো ভিডিও গেমস খেলবে। কিন্তু ভিডিও গেমস আজ বন্ধ থাকায় ওয়ান্ডারল্যান্ডে ঘুরতে আসা তার জন্য একেবারে মূল্যহীন হয়ে পড়েছে।

১২.৪০ : পার্কে ঢুকতেই শিশুদের দৌড়-ঝাঁপ করার জন্যে সবুজ ঘাসে ভরা ছোট্ট মাটিতে শুরু হয়েছে সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান। কিছু অনভিজ্ঞ গায়ক-গায়িকা গান গেয়ে চলছেন।

সাংস্কৃতিক মঞ্চের পাশে বিতরণ করা হচ্ছে দুপুরের খাবার।

১.০০ : ওয়ান্ডারল্যান্ড শিশু পার্কে ঘুরতে আসা অনেকেই রাস্তার ওপর দাঁড়িয়ে আছেন। আজ রোদের তাপ অন্যান্য দিনের তুলনায় বেশি। তবুও সঙ্গে করে নিয়ে আসা শিশুটির মুখের দিকে চেয়ে তাদের কেউই বাড়ি ফিরে যাচ্ছেন না। প্রতীক্ষায় আছেন কখন ২টা বাজবে।

১.৩০ : যে চারটি খেলা চলছিল সেটাও এখন বন্ধ করে দেয়া হলো। অনেক শিশুই তাদের ইচ্ছে মত খেলায় অংশ নিতে পারেনি তাই মা-বাবার পাশে দাঁড়িয়ে তারা ঘ্যান ঘ্যান করছে।

২.০০ : ওয়ান্ডারল্যান্ড সবার জন্য উন্মুক্ত করে দেয়া হয়েছে। হুড়মুড় করে সবাই পার্কে ঢুকছে। বাইরে রোদে ঘন্টার পর ঘন্টা দাঁড়িয়ে থেকে সবার অবস্থা একেবারে কাহিল হয়ে গেছে। অনেকেই পার্কে না ঢুকতে পেরে বাড়ি ফিরে গেছেন। কিন্তু যারা দূর-দূরান্ত থেকে এসেছেন তারা বাধ্য হয়ে এতক্ষণ বাইরে দাঁড়িয়ে ছিলেন।

খাবারের দোকানগুলোতে দাম অত্যাধিক

এই গরমে সবার প্রিয় আইসক্রীম

লাফ দিয়ে আনন্দ পাওয়ার বন্দোবস্ত আছে

দোলনায় ঝোলার কাউন্টারে দীর্ঘ লাইন পড়ে গেছে

২.১৫ : রোদে দাঁড়িয়ে শিশুরা অস্থির হয়ে উঠেছে। পার্কের ভেতর কিছু ফাস্ট ফুডের দোকান। সেদিকেই তারা ছুটছে। ৫-৬ বছর বয়সী সায়মন 'টেক এন্ড টক' দোকানের টেবিলে রাখা পানি খেতে গেলে দোকানি তাকে পানি খেতে নিষেধ করলো। জানালো, সাপ্লাইয়ের পানিতে দুর্গন্ধ রয়েছে।

২.৪৫ : টোকেন কাউন্টার থেকে টোকেন সংগ্রহ করে বাচ্চারা তাদের পছন্দ অনুযায়ী গেমস্-এর দিকে ছুটছে। অনেকে বাবা-মার কাছ থেকে টাকা নিয়ে দৌড়ে গিয়ে নিজেই কাউন্টার থেকে টোকেন সংগ্রহ করছে।

৩.০০ : আম, ঝাউ, কাঁঠাল, আমড়া, বেল, তাল প্রভৃতি গাছগুলো এই পার্কটিতে খুবই পরিকল্পিতভাবে লাগানো হয়েছে। এর কয়েকটি আবার ইট পাথরে বাধাই করা।

৩.৩০ : দেবরের জন্য মেয়ে পছন্দ করতে শায়লা আক্তার পার্কে এসেছেন। মেয়েপক্ষের লোকজন মেয়েকে দেখাতে এখানে নিয়ে আসার কথা। শায়লা আক্তার তাদের কাউকে চেনে না। কথা ছিল মেয়ে লাল শাড়ি পরে আসবে। কিন্তু এখন পার্কে লাল শাড়ি পরা বেশ কয়েকজন তরুণী ঘোরাঘুরি করছে। শায়লা মহা সমস্যায় পড়ে গেছেন।

৪.০০ : ওয়ান্ডারল্যান্ডে দর্শকের ভিড় বাড়তে শুরু করেছে। প্রত্যেকটি গেমই চলছে। তবে সবচেয়ে বেশি ভিড় ভার্চুয়াল রেসিং-এ। এখানে শিশু-কিশোর সবাই রয়েছে।

৪.৩০ : ডা: জামান ও তার স্ত্রী ৪ বছরের নাতি শাওনকে নিয়ে ওয়ান্ডারল্যান্ডে এসেছেন। এতটুকু শাওন পার্কে প্রতিটি খেলার সাথে পরিচিত। দাদা-দাদুকে রেখে সে নিজেই বিভিন্ন গেমসে অংশ নিচ্ছে। ডা: জামান তার স্ত্রীকে নিয়ে হাওয়াই মিঠাই খাচ্ছিলেন। আগের যুগের শিশুদের জীবন আর বর্তমানের শিশুদের জীবনের পার্থক্য সম্পর্কে তিনি বলেন, 'আমাদের শিশুকালে এসব খেলাধুলো কল্পনা করা যেত না'।

৫.০০ : শিশুদের ছোটোছুটি, চিৎকার চেঁচামেচিতে মুখরিত হয়ে উঠেছে ওয়ান্ডারল্যান্ড। আজ যেন তাদের বাঁধন ভাঙ্গার দিন। বাবা-মার আদেশ, শাসনের প্রতি দৃষ্টি দেবার সামান্য সুযোগও নেই তাদের। যে যেদিকে পারছে ছুটছে। যে খেলা পছন্দ হয় সেটাতেই অংশ নিচ্ছে। অনেক বাবা-মা তাদের সন্তানকে ছেড়ে দিয়েছেন। তারা একা একা ঘুরছে, দৌড়াতে গিয়ে ব্যথা পেয়ে কান্না জুড়ে দিচ্ছে অনেকে।

৫.৩০ : গরমের কারণে পার্কে ঘুরতে আসা শিশুদের গায়ে হালকা পোশাক।

৬.০০ : মাটিতে পড়ে গিয়ে ছোট্ট নাবিল কাপড় নষ্ট করে ফেলেছে। মা তার কাপড় বদলে দিচ্ছেন। নাবিলের মা জানালেন, মাসে অন্তত একবার তার এখানে আসতে হয়। তা না হলে নাবিল খুবই বিরক্ত করে।

৬.১৫ : সালেহ আকরাম ছেলেকে পাশে রেখে নিজেই একের পর এক গেম বোলিং খেলে যাচ্ছেন। তবে বোলিং খেলায় তিনি বেশ পারদর্শী। একের পর এক খেলায় তিনি বিভিন্ন

পুরস্কার পেয়ে যাচ্ছেন। পুরস্কার হিসেবে পাওয়া প্রায় ৭-৮টি পুতুলে তার ছেলের কোল ভেরে গেছে।

৬.৪০ : উত্তর কোরিয়ার ২২ জন প্রকৌশলী প্রায় এক বছর পরিশ্রম করে তৈরি করেন 'ভলকান গেমস'। এখানে দেখানো হচ্ছে কিভাবে পৃথিবীতে সভ্যতা গড়ে উঠেছে এবং পৃথিবী কিভাবে ধ্বংস হয়ে যাবে। ২০ টাকা টিকিট করে দর্শকরা ভলকান হলে প্রবেশ করছেন।

৭.০০ : ছুটির দিন থাকায় দর্শক সমাগম হয়েছে প্রচুর। তবে ঘোড়ায় চড়ার আগ্রহী বাচ্চা একেবারে কম। ৬ বছরের উর্ধ্বে কোনো বাচ্চার ঘোড়ায় চড়ার আগ্রহ নেই। যেসব বাচ্চারা হাঁটতে শেখেনি শুধু তারাই ঘোড়ায় চড়ছে।

৭.৩০ : স্কলাসটিকা স্কুলের কেজি ওয়ানের ছাত্র সাদাত তার বন্ধু সামীকে নিয়ে সিমেন্টের তৈরি ব্যাঙের ছাতার ওপর বসে আছে। সাদাতের শরীরে আজ সকালেও বেশ জ্বর ছিল। তার মা জানালো, বিকেল থেকেই সাদাত গোঁ ধরেছে ওয়ান্ডারল্যান্ডে বেড়াতে আসবে। তাই গায়ে জ্বর নিয়েই তাকে এখানে ঘুরতে এসেছেন।

৮.০০ : ছুটির দিন লোক সমাগম বেশি হবে। যে কোনো ধরনের অপ্রীতিকর অবস্থা মোকাবেলা করতে পার্ক কর্তৃপক্ষ আজ এখানে অতিরিক্ত নিরাপত্তার ব্যবস্থা করেছেন। জেনারেল ম্যানেজার এম.এ হালিম নিজেই প্রবেশ পথে দাঁড়িয়ে কাজের তদারকি করছেন। তিনি সরকারের সিদ্ধান্তের সমালোচনা করে বললেন, শিশু পার্কের কোনো যন্ত্রপাতি বা খেলা আমদানি করতে ৯০ ভাগ ট্যাক্স দিতে হয়।

৮.৩০ : ওয়ান্ডারল্যান্ডের ট্রেনটির দৈর্ঘ্য খুব একটা বেশি নয়। তাছাড়া তার যাত্রা পথও একেবারে ছোট। ট্রেনে শিশুদের চেয়ে বয়স্ক যাত্রীর সংখ্যাই বেশি।

ঘোড়ায় চড়ার আগ্রহ শিশুদের মধ্যে কমে গেছে

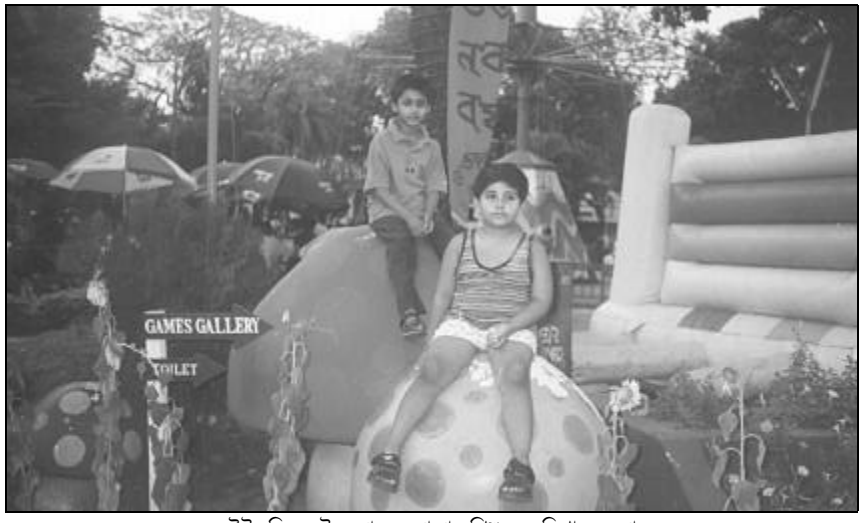

ইট, সিমেন্টের ব্যাঙের ছাতা- শিশুদের বিশ্রামের স্থান

বিভিন্ন খেলায় মহিলাদের অংশগ্রহণও উল্লেখযোগ্য

৯.০০ : রাত ৯টায় ওয়ান্ডারল্যান্ড বন্ধ হয়ে যাবার কথা থাকলেও এর ভেতরের পরিবেশ এখনও সরগরম। সবগুলো খেলা এখনও চলছে। অনেকেই টিকিট কেটে পার্কের ভেতর প্রবেশ করছেন।

৯.৩০ : ওয়ান্ডারল্যান্ড জুটিদের জন্য একটি নির্ভরযোগ্য ও নিরাপদ স্থান। বেশ কয়েকটি জুটি ছড়িয়ে ছিটিয়ে বসে আছে। এদের কেউ কেউ গল্প আর ফাস্টফুডের দোকানের চটপটি খেয়ে সময় কাটাচ্ছেন।

১০.০০ : ভিড় অনেকখানি কমে এসেছে। সবাই বাসার পথে পা বাড়াচ্ছেন। সচিবালয়ের কর্মকর্তা আব্দুল হাই ও তার স্ত্রী বিষণ্ন মনে পার্কে হাঁটাহাঁটি করছেন। আব্দুল হাই জানালেন, তাদের কোনো ছেলে-মেয়ে নেই। তাই প্রতি শুক্রবার তিনি ও তার স্ত্রী এখানে এসে বসে থাকেন। শিশুদের আনন্দ আর দুষ্টুমি দেখে দুঃখ ভুলে থাকার চেষ্টা করেন।